গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE)
১৪,ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি,কাকরাইল,ঢাকা – ১০০০।
www.dphe.gov.bd

১। ভূমিকা

নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পন করে ১৯২৪ সালে ডিপিএইচই (বেঙ্গল) হিসেবে যাত্রা শুরু করে । পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৫ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। বর্তমানে ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। জনসাধারনের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। জনগণের নিকট নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌছানোর লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুনর্বাসনের গুরুত্ব আরোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে ডিপিএইচই'র মাধ্যমে। একই ধারাবাহিকতায় এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কভারেজের দিক দিয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। পল্লী এলাকার বিভিন্ন ধরনের নিরাপদ পানির উৎস (টিউবওয়েল) ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান দায়িত্ব। তাছাড়া অত্র অধিদপ্তর পল্লী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মানোত্তোর রক্ষণাবেক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদকে WATSAN কমিটির মাধ্যমে কারিগরী সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য পরিচর্যা জোরদারকরণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে।
নগরায়নের ফলে পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ চাহিদা পুরণে অত্র দপ্তর পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণ সহ কারিগরী সহায়তার আওতায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। পৌরসভা সমূহে ড্রেনেজ, ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ও সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট ভিত্তিক কাজ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর করে যাচ্ছে। এছাড়া বন্যা , সাইক্লোন, মহামারী, উদ্বাস্ত সমস্যা ইত্যাদির কারনে সৃষ্ট জরুরী পরিস্থিতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- পল্লী ও শহরাঞ্চলের (ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকা ব্যতীত) সকল জনগণের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং শহরাঞ্চলে ড্রেনেজ, ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ও সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট ভিত্তিক কাজ নিশ্চিত করা।
- নিরাপদ পানি ব্যবহার ও স্যানিটেশন বিষয়ে মানুষের অভ্যাসগত আচরণে পরিবর্তন আনয়ন।

সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী বর্তমান উদ্দেশ্য

- প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা।
- দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

৩। প্রধান কার্যক্রম / সেবা সমূহ :

- ঢাকা , চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ শহর ব্যতীত সমগ্র দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন, নর্দমা ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন) ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে Lead Agency হিসাবে দায়িত্ব পালন;
- পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;
- শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- আপদ-কালীন (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা ;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;
- সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
- নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যাসংকুল এলাকায় (লবণাক্ত, পাথুরে, পাহাড়ি ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে স্বল্প ব্যয়ে লাগসই প্রযুক্তি অনুসন্ধান, গবেষণা ও উন্নয়ন;
- তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের তথ্য ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধকরণ ও আধুনিকীকরণ;
- স্থানীয় সরকার , বেসরকারি উদ্যোক্তা, বেসরকারি সংস্থা এবং Community Based Organization (CBO) সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও
- নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ওয়াটার সেফটি প্লান (WSP) বাস্তবায়ন।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ:

১। পল্লী ও পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে অবকাঠামো নির্মাণ করা।

২। একটি কেন্দ্রীয় ও ১৩টি আঞ্চলিক ল্যাবরেটরির মাধ্যমে খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা সহ তৎপরবর্তী পরামর্শ প্রদান করা।

৩। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত টেকসই স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (Manual) প্রণয়নের পাশাপাশি জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৪। আপদ-কালীন সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা ও বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান করা।

৫। পানির উৎসের খুচরা যন্ত্রাংশ এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিনের রিং-স্ল্যাব সরবরাহ ও স্থাপন কাজে জনগণকে সহায়তা প্রদান করা।

৬। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও সর্বসাধারণকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

৪।	**প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল:**

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন জনগণের মৌলিক অধিকার, এদেশের জনগণের নিকট উক্ত মৌলিক সেবা পৌছানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) সর্বদাই নিয়োজিত। বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর সাংগঠনিক কাঠামোয় স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম ও আউট সোর্সিং মঞ্জুরীকৃত ৬৮৯৮ টি পদ রয়েছে। এর বিপরীতে সদর দপ্তর পর্যায়ে, আঞ্চলিক পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যায়ে মোট ৫৩৫৬ জন জনবল নিয়োজিত থেকে জনসেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

একজন প্রধান প্রকৌশলীর নের্তৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। প্রধান প্রকৌশলীর পরবর্তী ধাপে ৩ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত, পরিকল্পনা ও পানি সম্পদ) নিয়োজিত আছেন। তৎপরবর্তী ধাপে মাঠ পর্যায়ে ১০ টি (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহী,রংপুর) সার্কেলের প্রতিটিতে ১জন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং সদর দপ্তর পর্যায়ে ৫টি (পরিকল্পনা, ভান্ডার, পানির গুনগত মান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ, গ্রাউন্ড ওয়াটার ও ফিজিবিলিটি স্টাডি) সার্কেলে একজন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা পর্যায়ে প্রতিটি জেলায় একজন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রতি ২টি উপজেলায় ১ জন সহকারী প্রকৌশলী এবং প্রতিটি উপজেলায় ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন।
এ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম রাজস্ব ও আউটসোর্সিং মঞ্জুরীকৃত মোট পদের সংখ্যা ৬৮৯৮ টি । জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের রাজস্ব (স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম অস্থায়ী রাজস্ব) খাতের পদের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ
ছক নং ১ : ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন শ্রেনীর মঞ্জুরীকৃত মোট পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণ:

ক্রম	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত	২০১৯-২০ অর্থবছরে পূরণকৃত পদসংখ্যা	সৃষ্ট পদসংখ্যা	শূণ্য পদসংখ্যা	মন্তব্য
১	১ম শ্রেণি-৫০৮	২২৮	০১	২	২৮০	
২	২য় শ্রেণি-৬৯৩	৫৫৬	৩৮	৪	১৩৭	
৩	৩য় শ্রেণি-১০৭০	৭৬৯	১২৮	৫	৩০১	
৪	৪র্থ শ্রেণি-৪৬২৭	৪০৬০	৯০	১২	৫৬৭	
সর্বমোট:	৬৮৯৮	৫৬১৩	২৫৭	২৩	১২৮৫	

২.৫ পদ সৃষ্টি, ও নিয়োগ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন, পদোন্নতি এবং শূন্যপদ পূরণে বর্তমান সরকারের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রশাসনিক/প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কয়েকটি উদাহরন নিম্নে প্রদান করা হলো-

- ২য় শ্রেণীর ১৩৭ টি উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ৩য় শ্রেণীর ২৩৬ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ৪র্থ শ্রেণীর ৫০৮ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৫. পানি সরবরাহ

ক) গ্রামীণ পানি সরবরাহ

বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৮৫ জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ নিরাপদ পানি পান করে। গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহের স্বীকৃত মান হল যে কোন আবাস গৃহের ১৫০ মিটার (৫০০ ফুট) এর মধ্যে একটি নিরাপদ খাবার পানির উৎস থাকবে। সে হিসাবে বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৭%। আর্সেনিক আক্রান্ত Unserved এবং Underserved এলাকায় পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত কভারেজ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বর্তমান অর্থ বছরে বিভিন্ন চলমান কার্যক্রমের আওতায় জুন/২০২০ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ১,২২,৫৫৭ টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে।

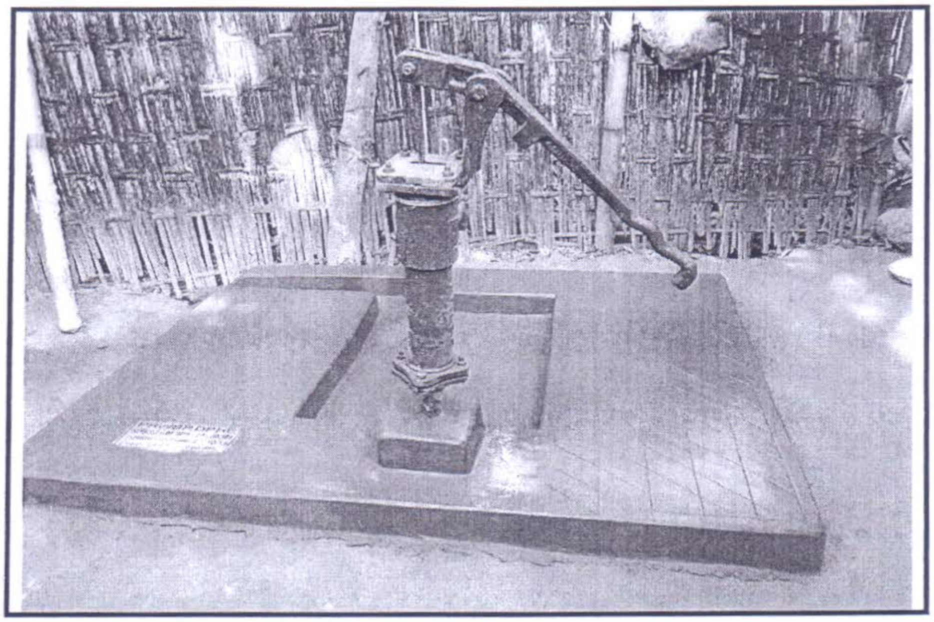

চিত্র : গ্রামীন এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির উৎস

খ) পৌর পানি সরবরাহ ঃ

পৌর পানি সরবরাহ

বর্তমানে ১৫৪টি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে। অবশিষ্ট পৌরসভায় পয়েন্ট সোর্স -এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

বর্তমানে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানির কভারেজ ৩০% এবং পয়েন্ট সোর্স এর মাধ্যমে অবশিষ্ট পৌর এলাকায় পানি সরবাহ ব্যবস্থা আছে। পৌর এলাকায় প্রায় ৭৮৯ টি পানির উৎস স্থাপন কারা হয়েছে।

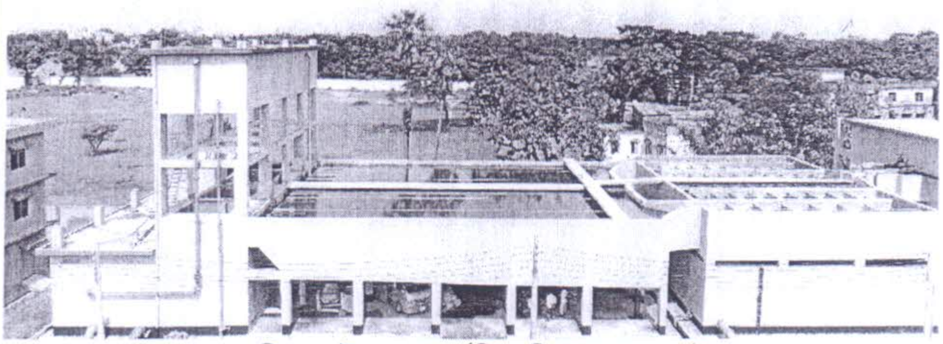

চিত্রঃ লৌহ ও আর্সেনিক বিমুক্তকরণ প্লান্ট

আমার গ্রাম-আমার শহর

নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি, সরকার ঘোষিত ১০০% সুপেয় পানি সরবরাহ এবং SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিগত ৭ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্তে 'সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্' শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৫ সাল পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৮৫০.৭৩ কোটি টাকা।

প্রকল্পের আওতায় দেশের সকল পল্লী এলাকার উপযোগী বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রায় ৬.০০ লক্ষ Safely Managed পানির উৎস(Point Water Source) স্থাপনের পাশাপাশি সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এ উল্লেখিত 'আমার গ্রাম- আমার শহর' শীর্ষক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গ্রামকে শহরের ন্যায় পাইপবাহিত পানি সরবরাহের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৯১টি রুরাল পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম এবং ৮,৮৩৮টি কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট ও স্থাপন করা হবে।

৬. স্যানিটেশন কার্যক্রম

নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা সরাসরি পানিবাহিত ও মলবাহিত রোগ, সংক্রামক রোগ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং পরিবেশ দূষণের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভঅবে জড়িত। তাই বর্তমান সরকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিশেন কার্যক্রমে সরকারে সদিচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে ১৯৯৮ সালে "নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর জাতীয় নীতিমালা" প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সরকারের এই মেয়াদে "জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল' ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন খাতের সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্ল্যান, ২০১১-২০২৫' প্রণীত হয়েছে। বর্তমান সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বদ্ধপরিকর। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে "পান সরবরাহ ও স্যানিটেশন" বিষয়টিকে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে বেসিক স্যানিটেশন অর্জন ও খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। Joint Monitoring Program (JMP) ২০১৫ অনুযায়ী বাংলাদেশে উন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে ৫৬% জনগণ, শেয়ারড ল্যাট্রিন ব্যবহার করে ৩০% জনগণ, বেসিক ল্যাট্রিন ব্যবহার করে ১৩% জনগণ। স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমসহ সকলের সহযোগীতায় এ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যেগে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবছর অক্টোবর মাসে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস' পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়া জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যভ্যাস পরিচর্যা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর ১৫ অক্টোবর সমগ্রদেশব্যপী 'বিশ্ব হাতধোয়া দিবস' পালন করা হয়ে থাকে।

স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০০৮ ও ২০০৯ সালে "বিশ্ব হাতধোয়া দিবস" এ সর্বোচ্চ সংখ্যক স্কুলের শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণে সাবান দিয়ে হাতধোয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ Guinness Book of World Record ভূক্ত হয়েছে।

ক) গ্রামীণ স্যানিটেশন

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সর্বমোট প্রায় ৭৮৩৩ টি স্বল্পমূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে। বিগত ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপিত হয়েছে।

খ) পৌর স্যানিটেশন

স্যানিটেশন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ড্রেন নির্মান, পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং একক ল্যাট্রিন নির্মাণ। বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রায় ১২০০ টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং ১৩৩৪ টি শেয়ারড্ ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।

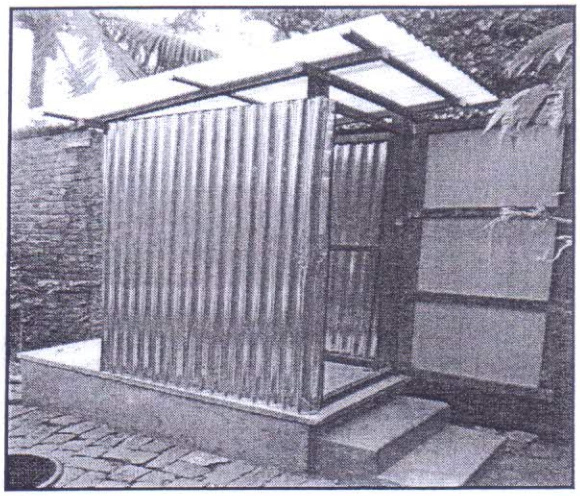

চিত্র ঃ বায়োফিল টয়লেট, কক্সবাজার

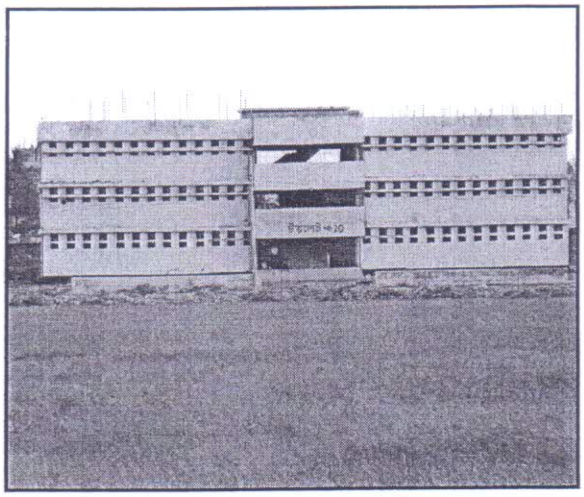

চিত্র ঃ তিন তলা টয়লেট বিল্ডিং, টঙ্গি ইজতেমা ময়দান

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

দেশের পরিবেশ সুরক্ষা ও উন্নয়নে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর শহর ও গ্রামাঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০১২ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বপ্রথম লক্ষীপুর পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করা হয় যা পরবর্তীতে ১১টি পৌরসভায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে অধিদপ্তর কর্তৃক ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৮৯টি পৌরসভায় ও ০২টি উপজেলায় ৯১ টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও ১টি কারিগরি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত কারিগরি প্রকল্পের আওতায় ৬১টি শহরে কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে।

৭. পানি পরীক্ষাগারের কার্যক্রম

স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৯৩ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পানিতে আর্সেনিক দূষণের ঘটনা ধরা পরে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্যে নিয়োজিত সরকারী সংস্থা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলায় পরীক্ষা চালিয়ে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণ সনাক্ত করে। বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থা পরিচালিত সর্বশেষ জরীপ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৬১ টি জেলার নলকূপের পানিতেই কম বেশি আর্সেনিকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই লক্ষ্যে পানি পরীক্ষা কার্যক্রম পদ্ধতি শক্তিশালী করণের উদ্যেগ নেওয়া হয়।
বর্তমানে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকসহ অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি পরিমাপের জন্য দেশের ১৪ টি জেলায় স্থাপিত পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে। জাপানের আর্থিক সহায়তায় পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঢাকার কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জোনাল ল্যাবরেটরীগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করে পানির গুণাগুণ পরীক্ষায় বিষয়টি আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। হয়েছে। বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জোনাল ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে মোট ১২০১১০ টি পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

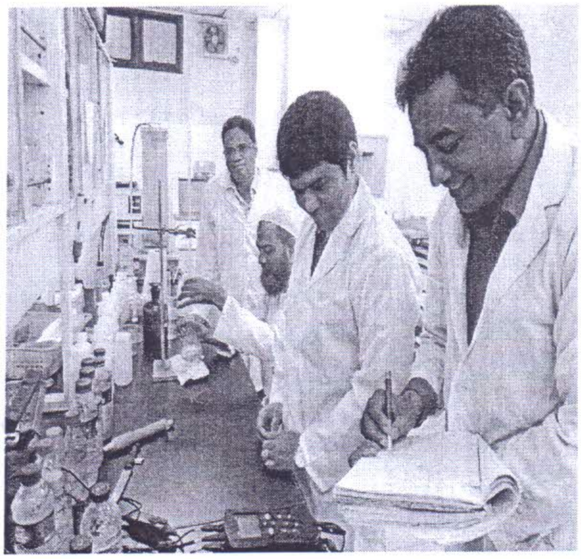

চিত্র : পানির নমুনা পরীক্ষা

চিত্র : পানির Bacteriological পরীক্ষা

সমগ্র বাংলাদেশে সরকারীভাবে স্থাপনকৃত সকল নলকূপের পানির গুণগতমান ডিপিএইচই ল্যাব সমূহের মাধ্যমে পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং উক্ত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া বিভ্নিন দাতা সংস্থা, এনজিও, বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপনকৃত নলকূপের পানি ও পরীক্ষা করা হচ্ছে। ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগারে মাধ্যমে পানির ৫৩ টি বৈশিষ্ট্য (parameter)ও জেলা পর্যায়ে অবস্থিত আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পানির ২২ টি বৈশিষ্ট্য (parameter) পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

ক) মিয়ানমার হতে ব্যস্তচ্যুত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ শুরু হয় ১৯৭৮ সাল থেকে। ২০১৭ সালের আগ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা ছিল তিন লক্ষের মত। ২০১৭ সালের আগস্ট এর পর থেকে এখন পর্যন্ত এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১১ লক্ষেরও বেশি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেয়া হয় কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় ৩২ টি ক্যাম্পে। তাদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিবি এবং বিশ্বব্যাংক এর সহায়তাপুষ্ট ২টি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু (মার্চ ২০১৯ হতে) হয়েছে । এই ২টি প্রকল্পের অধীনে ৫০০টি গোসলখানা, ২৮টি মিনি পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম, ৪০টি পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম, ১০টি পাইপ মিনি ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট সিস্টেম, ০২টি ফিক্যাল স্ল্যাজ

ট্রিটমেন্ট ও সলিড ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও ২০টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট রোহিঙ্গা কমিউনিটির জন্য বরাদ্দ আছে। এই সকল কাজ চলমান আছে।

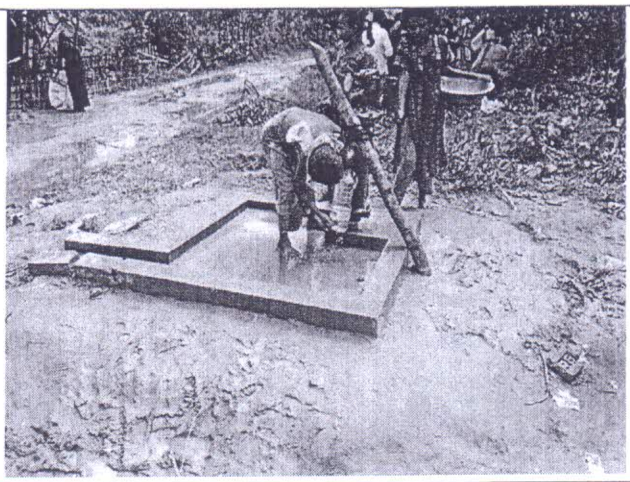

চিত্র: রোহিঙ্গা শিবিরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত টয়লেট তৈরির সরঞ্জাম ও নলকূপ

৯. গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জসমূহ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করতে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বেশ কিছু কার্যক্রম/প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে।চলমানপদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম/প্রোগ্রাম নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

ক)লবনাক্ততা ও আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চলে ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সংরক্ষণে ব্যবহৃত সংরক্ষিত পুকুরে সৌরশক্তি চালিত উন্নত পুকুর পাড়ের বালির ফিল্টার (PSF) পদ্ধতির পাইলোটিংকার্যক্রম এবং নির্মান, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রস্তুতকরন।

গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০০৯ সালে অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশের সহায়তায়উপকূলীয় অঞ্চলে উন্নত প্রযুক্তির পি এস এফ স্থাপনার উদ্যেগ গ্রহণ করে যা পরবর্তীতে ২০১২-১৩ সাল পর্যন্তবর্ধিত করা হয়। সেসময়ে যশোরের মনিরামপুরে, সাতক্ষীরার আশাশুনি এবং খুলনার কয়রাতে এ ধরনের ২০ টিসৌরচালিত পি এস এফ স্থাপন করা হযেছে। পরবর্তীতে উক্ত ২০ টি পিএসএফ এর কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য PSF এর নকশায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনপূর্বক ছয়টি জেলায় পাইলোটিং করা হয়। এই উন্নত প্রযুক্তির আওতায় পুকুর হতে ফিল্টার বেড়ে পানি উত্তোলনের জন্য সৌরশক্তিচালিত পাম্প ব্যবহার করা হয়। এ ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবিরত পানির প্রবাহ বজায় রাখার জন্য সংরক্ষিত পানির প্রকোষ্ঠে একটি সেন্সরও ব্যবহার করা হয়। সোলার পদ্ধতিতে পানি উত্তোলন করায় এবং রাত্রে আলোর ব্যবস্থা থাকায় পানি ব্যবহারকারীরা বিশেষতঃ নারীরা সহজে ও নিরাপত্তার সাথে রাতেও পিএসএফ থেকে পানি সংগ্রহ করতে পারে। নিম্নে এই প্রযুক্তিটির কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো।

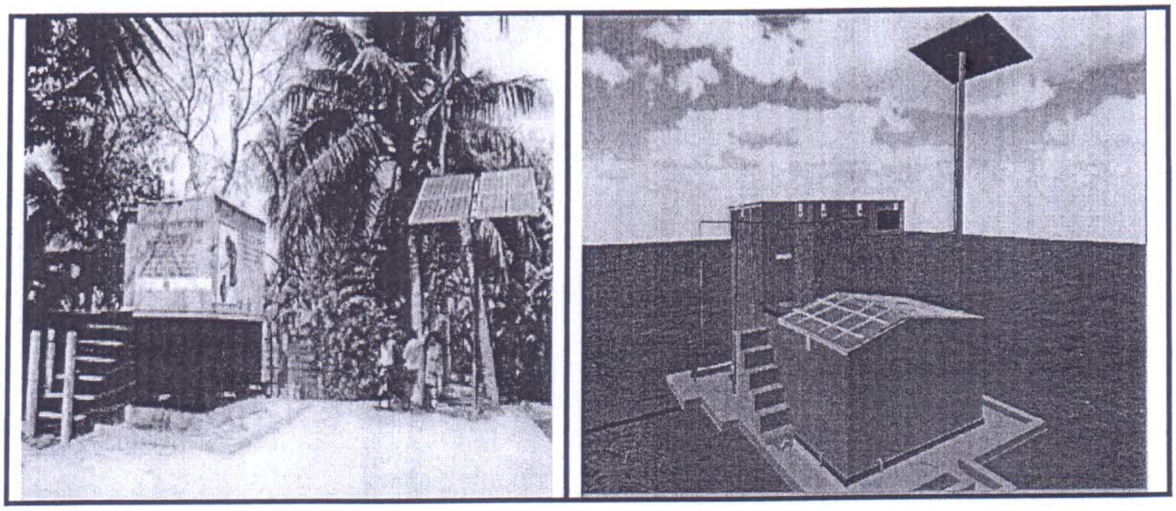

চিত্রঃসৌর চালিত পিএসএফ

খ) ফোর্স পাম্প চালিত উন্নত পন্ড স্যান্ড ফিল্টারঃ

লবনাক্ত প্রবণ ও আর্সেনিক সংকুল এলাকার জন্য পন্ডস্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) একটি অন্যতম বিকল্প অপশন। যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে অধিকাংশ পিএসএফ ব্যবহার উপযোগী থাকে না।এগুলোর মধ্যে অন্যতম দুটি কারন পিএসএফ হতে পানি নিয়ে পানি না চাপা ও সময়মত বালি পরিষ্কার না করা। এসকল সমস্যার সমাধানে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক ফোর্স পাম্প ব্যবহার করে সহজ রক্ষণাবেক্ষনযোগ্য একটি উন্নত পন্ড স্যান্ড ফিল্টার নক্সা প্রণনয়ন করে। এই নক্সায় উচুঁ পাটাতনযুক্ত নলকুপের পরিবর্তে ফোর্স পাম্প, স্যান্ড বেড পরিষ্কারের জন্য স্ক্র্যাপার প্রযুক্তির ব্যবহার ও নিরবিচ্ছিন্ননিরাপদ পানি প্রবাহের নিমিত্তে অল্টারনেট ক্লিনিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

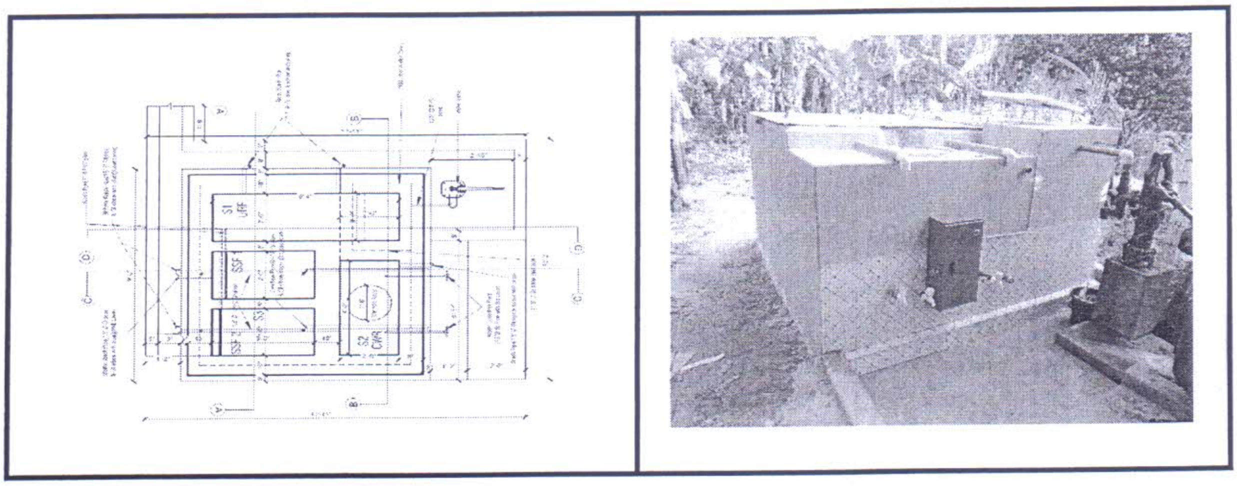

মাঠ পর্যায়ে পাইলোটিং শেষে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পকর্তৃক বিভিন্ন স্থানে বাস্তবায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গ) উন্নত পন্ড স্যান্ড ফিল্টার নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহায়িকাপ্রস্তুতকরণঃ

সৌর শক্তি চালিত পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) ও হস্ত চালিত ছোট আকারের পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ)ত্রুটি মুক্ত নির্মাণও স্থায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়িকা প্রস্তুত করা হয়েছে।উক্ত সহায়িকা সমূহের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষক সহায়িকা ও প্রস্তুত করা হয়েছে।

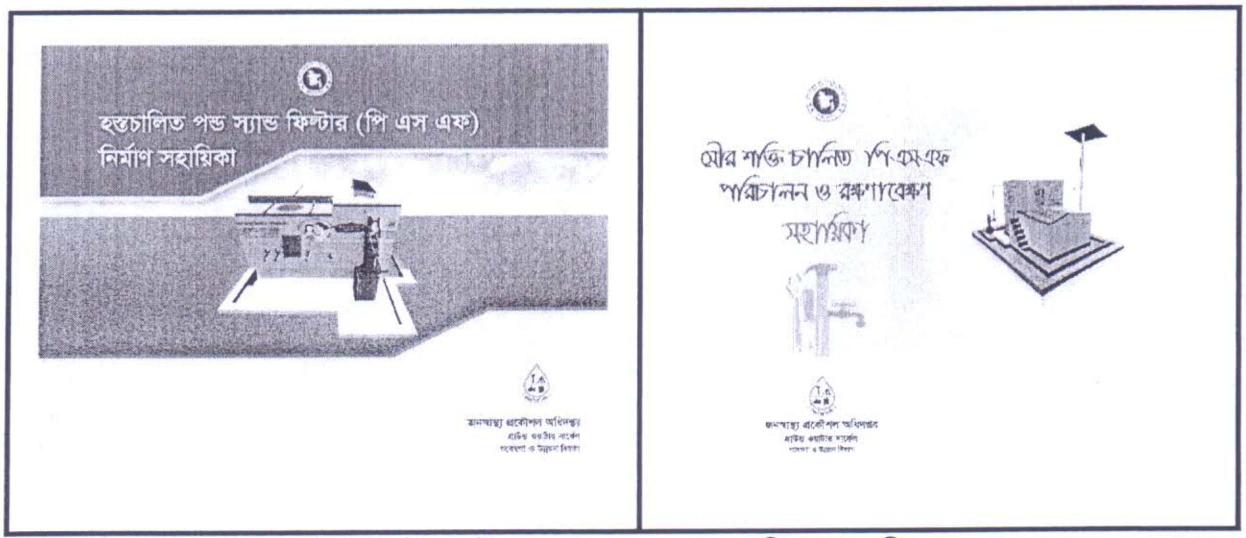

চিত্রঃনির্মান, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সহায়িকা

এছাড়া, সোলার ও হস্ত চালিত পিএসএফ এর জন্য একটি সচেতনতা মূলক3D ডমুকেন্টারি ভিডিও প্রস্তুত কাজ চলমান রয়েছে।

ঘ)আলট্রা ভায়োলেট (UV) সিস্টেম ব্যবহার করে পানি জীবাণুমুক্ত করণ ডিভাইস স্থাপনঃ

এস ডি জি লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নে শতভাগ নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে সৌরশক্তি ও সরাসরি বিদ্যুৎ চালিত UVসিস্টেম বিভিন্ন প্রযুক্তির সাথে (পিএসএফ ও রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম) পরীক্ষামূলক ভাবে স্থাপন করা হয়। উক্ত পরীক্ষায় সফলতার পর তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রকল্পের পিএসএফ ও রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম এর প্রাক্কলনে UV সিস্টেম সংযোজন করা হয় যাএখন বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে।

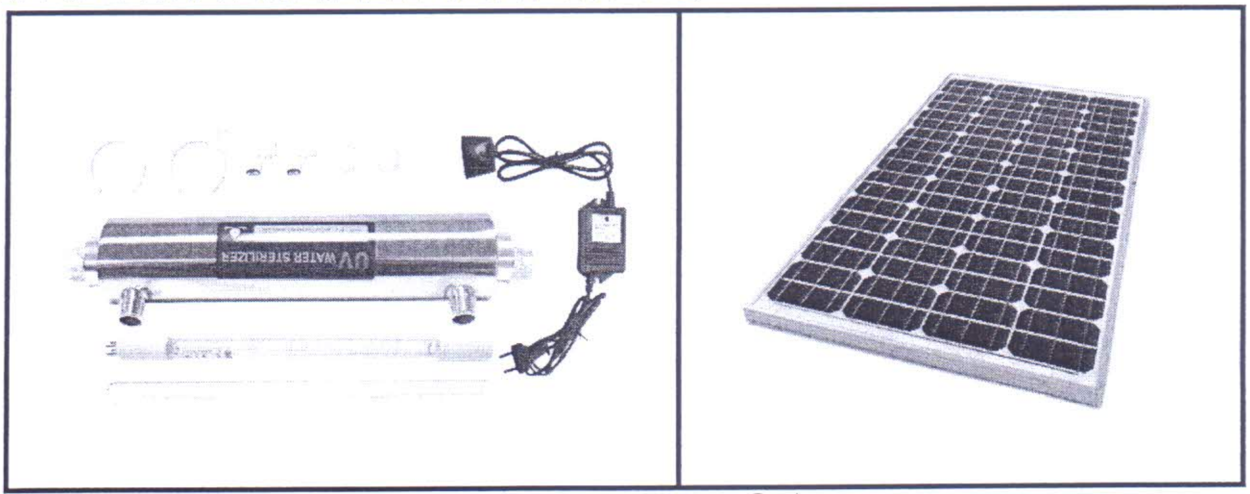

চিত্রঃআলট্রাভায়োলেট(UV) সিস্টেম

ঙ)সাশ্রয়ী মুল্যে ও সল্প পরিসরে আর্সেনিক-আয়রনরিমুভালইউনিট (এআইআরইউ) পাইলোটিংঃ

আর্সেনিক ও আয়রন যুক্ত নলকূপ সমূহের পানি বিশুদ্ধ করণের জন্য আর্সেনিক-আয়রন রিমুভাল ইউনিট (এআইআরইউ) এর নতুন ডিজাইন এর পাইলোটিং চলমান আছে যা সাশ্রয়ী মুল্য, স্বল্প পরিসরে ও সহজে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব। এতে সহজ লভ্য ফিল্টার মিডিয়া বালু, পাথর ও কয়লা ব্যবহার করা হয়েছে। এর ব্যাকওয়াশিং সিস্টেমে এবং প্রতিটি চেম্বারে সহজে হাত দ্বারা পরিস্কার করার প্রযুক্তি থাকায় এর স্থায়িত্ববৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, এটি সহজে বহনযোগ্য হওয়ায় প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর ও ব্যবহার করা যাবে।

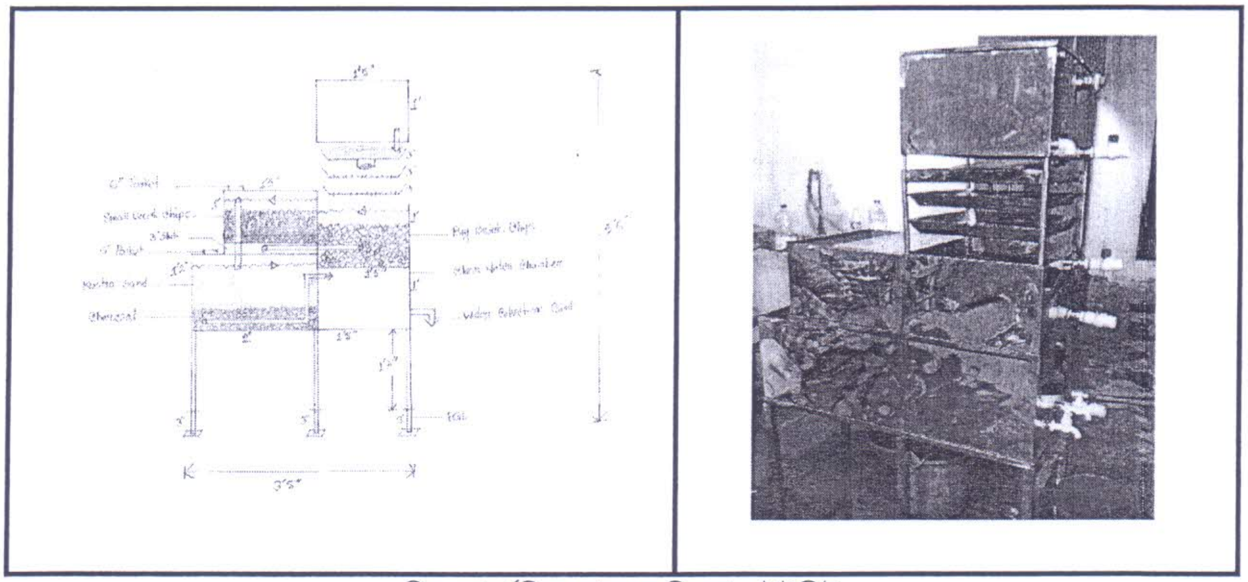

চিত্রঃআর্সেনিক-আয়রন রিমুভাল ইউনিট

চ)<u>অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ</u>

ভুগর্ভস্থ পানির সর্বনিম্ন স্থিতিতলের ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য অধিদপ্তরের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ।বিগত প্রায় ৩০ বছরের বেশী সময় ধরে অধিদপ্তরীয় গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল এর তত্ত্বাবধানে উক্ত তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।চলতি বছর গুলোতে অনলাইনে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।প্রায় সকল জেলা হতে তথ্য প্রদানে প্রশংসনীয় সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া নলকূপের বোরলগ সঠিকভাবে পূরণের সুবিধার্থে সকল উপজেলায় সংশোধিত বোরলগ ফর্ম,বিভিন্ন আকার ও রঙের বালুর নমূনা সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত স্যান্ড কমপ্যারেটর এবং বোরলগ পূরণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

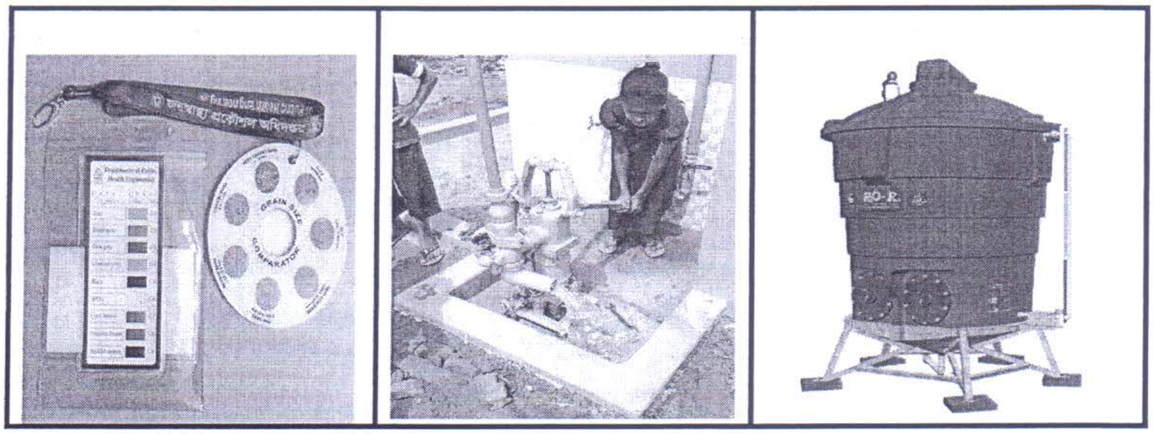

চিত্রঃ স্যান্ড কমপ্যারেটর, ফোর্স পাম্প ও ন্যানো ফিল্টার

বাজারে প্রচলিত ফোর্স পাম্প এর গুনগতমান নিম্নমানের হওয়ায় বিভিন্ন প্রযুক্তির নকশায় উক্ত ফোর্স পাম্প এর অন্তর্ভুক্তি চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সম্ভবপর (feasible) হয় না। এই সমস্যা সমাধানে স্থানীয় উদ্যোগটার সহায়তায় অধিক ডিসচার্জ সম্পন্ন উন্নত প্রযুক্তির ফোর্স পাম্প ডেভেলপ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে পাইলোটিং এর মাধ্যমে পাম্পটির উপযোগীতা যাচাই করা হয়েছে। এছাড়াওদেশে প্রথমবারের মতো ন্যানো ফিল্ট্রেশন প্রযুক্তির সাহায্যে পানি পরিশোধনের পাইলোটিং কার্যক্রম গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে চলমান আছে।

১০. মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে যেভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে তাতে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ বিভাগ এ সকল তত্ত্বাবধান করে থাকে।
প্রশিক্ষণ সমূহ প্রধানতঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠিত এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মূল বিষয়বস্তু মূলত কারিগরী, আর্থিক ও প্রশাসনিক। এছাড়াও সিপিটিইউ (CPTU) হতে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণের সহায়তায় নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের সকল নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের পর্যায়ক্রমে ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং (e-GP)বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের সকল দরপত্র ইলেক্ট্রনিক টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হচ্ছে। বর্তমান অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষক ও অর্থায়নে অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-ফাইলিং ব্যবস্থার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এখন দাপ্তরিক চিঠিপত্র বেশির ভাগ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে করা হচ্ছে।

দেশের অভ্যন্তরে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অধিদপ্তরের মোট ৩৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এবং ১৪ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে।

১১। চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী:

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থায়নের উৎস / আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১)	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প জিওবি ৮৯৯০০.০০ লক্ষ ডিসেম্বর ২০১০-জুন/২০২১	১) বিদ্যামান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ। ২) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতন বৃদ্ধি। ৩) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।	১. উৎপাদক নলকূপ পানির ব্লাক মিটার সহ ২. ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ৩. পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ডায়া)	৭ টি ৪ টি ১৮০কিঃ মিঃ	১৩০০০.০০	১ টি ২ টি ১২কিঃমিঃ	৭৮৫৪.০৭
২)	থানা সদর ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব) জিওবি ৩১০২৬.২৭ লক্ষ জুলাই/২০১২-জুন/২০২১	১) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণ। ২) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশসম্মত স্যানিটেশনের মাধ্যমে ডায়ারিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ হ্রাসকরন।	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন ২. পানির উৎস স্থাপন ৩. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ৪. পাম্প হাউস নির্মাণ ৫. পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ডায়া) ৬. পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ৭. পানি শোধনাগার (আংশিক)	৩টি ১১২ টি ২টি ৩ টি ৫০কিঃমিঃ ০৮ টি ১২টি ১৫ টি	৬০০০.০০	০৩ টি ৮০ টি ১ টি ০২ টি ৩৫কিঃমিঃ ০৫ টি ০৫ টি	৩৬৮৮.০৬
৩)	গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ ১০৩৫২.৯৩ লক্ষ জুলাই/২০১৩-জুন/২০২১	১) আর্সেনিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করা। ২) গভীর নলকূপ কনন প্রযুক্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। ৩) প্রকল্প এলাকাঃ মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া/মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা জেলাসমূহের পৌর এলাকা ও বিভিন্ন গ্রাম।	১. হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপন ২. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	০৮ টি ০৪ টি	৫০০.০০	০৮ টি ০৪ টি	৪৯৭.৯৪
৪)	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে পানি সরবরাহ এবং এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প ২২৮৮২৫.২৯ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৪-জুন/২০২০	১) বিদ্যামান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ। ২) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি। ৩) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।	১. পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ২. পাইপ লাইন স্থাপন/বিভিন্ন ব্যাসের), কিঃমিঃ ৩. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ৪. পাম্প হাউজ নির্মাণ ৫. পানির উৎস ৬. গৃহ সংযোগ	১১ টি ৬০কিঃমিঃ ০৮ টি ১০ টি ১১৫ টি ২৬০০ টি	৩৫০০.০০	১০টি ৬৬কিঃমিঃ ০৮ টি ১০ টি ১০০ টি ২৫১০ টি	৩৪৫৭.৮৮৫
৫)	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ৪৫৩০৮.২১ লক্ষ জানুয়ারি /২০১৫-ডিসেম্বর/২০২০	আর্সেনিক, লবনাক্ততা, পানির দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে এমন এলাকা সমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ হতদরিদ্র জনগণের মধ্যে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যবিধি ব্যাপক প্রচার ঘটানো এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার, হ্রাস করণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখা।	১. বিভিন্ন ধরনের নলকূপ ২. শেয়ারড্ ল্যাট্রিন	১৮২ টি ১৩৩৪ টি	৫৩০০.০০	১৬০ টি ১৩৩৪ টি	৫১৬০.১৭
৬)	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ৮৩৯৮৭.১৬ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৬-ডিসেম্বর/২০১৯	সমগ্র দেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি বাহিত এবং পানি সংক্রান্ত রোগ-হ্রাস করে গ্রামীণ জনগণের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানে রাখা, নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ কভারেজ বৃদ্ধি করণ এবং প্রকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি, প্রাকৃতিক	১. বিভিন্ন ধরনের নলকূপ	১৪৯৫১টি	১৫০০০.০০	১০৫৫৫টি	১৪০৫৩.৪৭

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থায়নের উৎস / আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
		দুর্যোগ, ও অন্যান্য সমস্যার সময় পানি সরবরাহের কভারেজ টিকিয়ে রাখা।					
৭)	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ১৪০৬৭.৬১ লক্ষ মার্চ/২০১৬-জুন/২০২০	১) চরম দুর্গম এলাকা হিসেবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর জন্য পানি সরবরাহ কর। ২) হাওড়, উপকূলীয় এলাকা, বন্যা প্রবণ এলাকা এবং পাহাড়ি এলাকায় টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা। ৩) উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি লোকজনের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ৪) সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়ন করা। ৫)সকলের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব আরাপ করা।	১. কমিউনিটি জনগণের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সহ টয়লেট নির্মাণ - ২. পাবলিক টয়লেট নির্মাণ-	৫০০ টি ৫০ টি	৫১৬৪.০০	৪৮৮ টি ৪৯টি	৪৭৯০.৭৯
৮)	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার ৩৭৪০৬.৪৩ লক্ষ সেপ্টেম্বর/২০১৬-জুন/২০২১	পুকুর/জলাধার সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়নসহ টেকসই ও সুন্দর পরিবেশ গঠনে সাহায্য করা। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস করা ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিস্তরের উচ্চতা-হ্রাসকরন কমিয়ে আনা। পানিবাহিত ও পানীয় জল সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনার মাধ্যমে গ্রামীন জনসাধারণের সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।পিএসএফ স্থাপন সহ পুকুর সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ কভারেজ বাড়ানো।	১. পুকুর পুনঃখনন স্কীম	১২৯ টি	৬০০০.০০	৭৪ টি	৩৬৫০.৭৫
৯)	কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভবতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত সমীক্ষা প্রকল্প ২০৩.৮ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৯	কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন	-	-	১১৫.৬৩	-	১১৫.৬৩
১০)	বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৪৫০৩.৯৯ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-জুন/২০২০	নিরাপদ পানি সরবরাহ	১. গভীর নলকূপ (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত) - ২.রিং ওয়েল তৈরী-	৩৬৫ টি ৩৭ টি	১৪২৫.০০	৩৫০ টি ৩৭ টি	১২৩২.০০
১১)	গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প ৪১৯৫.১২ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৭-জুন/২০২০	১) প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা, ২) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার পানি সরবরাহের আওতা বৃদ্ধি করা। ৩) পৌরসভার পয়ঃনিস্কাশন ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা	১.ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়া) - ২. টেস্ট টিউব ওয়েল নির্মাণ-	৭৫কিঃমিঃ ০৮ টি	৬০০০.০০	৬৫ কিঃমিঃ ০৮ টি	৫৯১৬.৪০

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থায়নের উৎস / আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
		বৃদ্ধি করা। ৪) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন শাখাসহ পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।					
১২)	রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প ৪১৯৫.১২ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-জুন/২০২০	প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা।	১. গভীর নলকূপ (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)- ২. রিং ওয়েল তৈরী (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)-	২৭৭ টি ১১৯ টি	১৬৯৫.০০	২৭৭ টি ১১৯ টি	১৫৮৯.৬০৫
১৩)	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ৪৪০৮.২৫ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-জুন/২০২০	প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা।	১. গভীর নলকূপ (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)- ২. রিং ওয়েল তৈরী (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)- ৩. পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সহ কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ-	৩৪৪ টি ৫৭ টি ০৪ টি	৯৮৬.২১	৩৪৪ টি ৫৭ টি ০৪ টি	৫০২.৬৩
১৪)	সাবেক ছিটমহল এলাকা সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ২৮৭৩.৫২ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৬-ডিসেম্বর/২০২০	Overall objective of this project is to fostering economic development for improving people's living standard in Lalmonirhat, Kurigram, Panchagarh and Nilphamari District Including the Ex Enclave areasof Bangladesh through increasing their access to safe drinking water and sanitation facilities.	১.অগভীর নলকূপ (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)- ২.ডাগ ওয়েল (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)- ৩. উন্নত স্যানিটারি টয়লেট নির্মাণ-	২৩৩৬ টি ১০৯ টি ৬০০ টি	৫২২.০০	২২০০ টি ১০৯ টি ৬০০ টি	৫১৮.৩১
১৫)	সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন প্রকল্প ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৯	১) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা। ২) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়ারিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগ-ব্যাধি কমিয়ে আনা।	-	৮ টি ২টি	-	৮ টি ৪টি	৩০২.৪০
১৬)	জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প ৭৬৮৫.০৭ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-	১) প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য সুপেয় পানি ও গৃহস্থলির কাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ২) পাইপ লাইন নেটওর্য়াকের মাধ্যমে পৌর এলাকার নিরাপদ পানি সরবরাহ করনসহ কভারেজ বৃদ্ধি করণ,	১. পাইপ লাইন ডিস্টিবিউশন (১০০ মিঃমিঃ) ২.উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	৫০ কিঃমিঃ ০৩ টি	১২০০.০০	৫৮.২কিঃ মিঃ ০৩ টি	১১২৪.৯৫

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থায়নের উৎস / আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	ডিসেম্বর/২০২০	৩) পাবলিক প্লেস ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করণ ৪) ড্রেনেজ সুবিধার উন্নতি করন সহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করন					
১৭)	নোয়াখালি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প ৪৫৯৩.৯৩ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০২০	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে নোয়াখালী পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উননয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	১. বিতরণ পাইপ লাইন(২০০ মি.মি) ২.টেস্ট টিউব ওয়েল নির্মাণ- ৩.সঞ্চালন পাইপ লাইন (২০০ মিঃমিঃ)	৩৪ কি.মি. টি ০৩ টি ৫ কি.মি	১২০০.০০	১১.৫০কি. মি. ০৩ টি ৪.৫ কি.মি	১১৯৬.৫৫৪
১৮)	টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা ও পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প ৫৫৬১.২৫ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০২০	১) টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ যথাক্রমে ৭০% ও ৬৫.৬% হতে ১০০% এ উন্নীতকরণ। ২) টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা। ৪) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্বাধুনিক ব্যাবাহর নিশ্চিত করা।	১. সঞ্চালন পাইপ লাইন (৩৫০মিঃমিঃ)	৫ কি.মি	১৯৬১.২৫	৪.৫ কিঃমিঃ	১৬৫৪.২৫
১৯)	বাংলাদেশের ২৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ৯৯১৭৩.৪৭ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০২১	১) প্রকল্পভূক্ত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা। ২) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, ৩) পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পৌরসভার মাধ্যমে সাসটেইনেবল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন পদ্ধতি উন্নয়ন করা।	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন ২.উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ৩. পানির উৎস নির্মাণ ৪.পাবলিক ও কমিউনিটি টয়লেট	২৬ টি ৬ টি ৪৫০ টি ২৫ টি	৬৪০০.০০	২৬ টি ৬ টি ৪৪০ টি ২০ টি	৩৯১৬.২৪
২০)	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকার নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০২০	লবনাক্ত ও আর্সেনিক প্রবন এলাকা ও সুবিধা বঞ্চিত খুলনা, বাগেরহাট, ও সাতক্ষীরা জেরার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।	১. পিএসএফ ২.মিটার সহ গৃহ নির্মান	২ টি ২০০ টি	১৩১৮.০০	৩ টি ৭০০টি	১২২৮.০০
২১)	পটুয়াখালী জেলাধীন কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ৩৭৮৪.৯৭০ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০২১	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পটুয়াখালী জেরাধীন কুয়াকাটা পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	১.বিভিন্ন পানির উৎস স্থাপন- ২. বিতরন পাইপ লাইন ১০০ মি.মি.	১০০টি ১৫.২৯ কি.মি.	১২০০.০০	৫০ টি ১৫ .মি	৪৮২.৫০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থায়নের উৎস / আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২২)	পীরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প ১৯৯২.২৬ লক্ষ জুলাই/২০১৭-ডিসেম্বর/২০	১) পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই কভারেজ ০% থেকে ৪০% এ উন্নীতকরণ। ২) জনসমাগমের স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা। ৩) পয়ঃনিস্কাশন সুবিধাদির উন্নয়ন	১. পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়া) ২.মিটার সহ গৃহ সংযোগ	৩১ কি.মি. ১০০০ টি	১৬৩৫.০০	২৬.২ কি.মি. ৯৩৫ টি	৯৫৪.৬৬
২৩)	পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুকিঁ নিরসন প্রকল্প ১৯৯০৯৫.৫৫ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৮-ডিসেম্বর/২০২১	ক)অতি মাত্রায় আর্সেনিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহের জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়ন। খ) বিদ্যমান নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দুষণের পরিমান নিরুপন। গ) প্রকল্পের এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ। ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান নিশ্চিতকরন।	১.বিভিন্ন পানির উৎস স্থাপন-	৪৮২০১টি	৩৯০০০.০০	৪৬১২১ টি	৩৮৯৯৯.০০
২৪)	অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীন পানি সরবরাহ প্রকল্প ৮৭৪১৬.৫১ লক্ষ এপ্রিল/২০১৮-জুন/২০২১	নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যেমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	১.বিভিন্ন পানির উৎস স্থাপন- ২.পাবলিক টয়লেট-	৭০৬৭৩টি ১১৮টি	৪৩০০০.০০	৬৩৬৯৭টি ১১০ টি	৩৮৪৮৮.৬১
২৫)	৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প ৭১২৬৪.৬২০ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৮-জুন/২০২০	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশ গত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩২টি পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	১. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন- ২.পাবলিক টয়লেট- ৩. স্ট্রিট হাইড্রেন্ট- ৪.পাবলিক ও কমিউনিটি টয়লেট-	১০ টি ১৫২টি ১৮০টি ৬১০ টি	৮০০০.১	১০ টি ৮০টি ১৩০টি ৩৮০ টি	৭৯৫৮.৮৪
২৬)	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কাযক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প ৫৮৫৩৩.০১ লক্ষ জুলাই/২০১৮-জুন/২০২১	১.প্রকল্পরে মূখ্য উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজলোর ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরর্পূবক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসনকল্পে সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন; ২)ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহরে ব্যবস্থা করা; ৩) ক্যাম্প সমূহে ফিকাল স্ল্যাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন; ৪)প্রকল্প এলাকাঃ কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।	১) মিনি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই-		১২৭০০.০০		১০৯৭৬.৪৭
২৭)	পিরোজপুর জেলাদীন ভান্ডারিয়া উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প ১৭৬৪.২৭০ লক্ষ	প্রকল্পাধীন লবনাক্ততা ও উপকূলীয় দুর্যোগ প্রবন এলাকাসমূহে লবনমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরন এবং প্রকল্প এলাকায় গ্রামনি পানি সরবরাহ কভারেজ	১) গভীর নলকূপ স্থাপন-	৫৭৫ টি	১৬৫৩.০০	৫৭৫ টি	১৪৫৭.৬৫০

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থায়নের উৎস / আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	জুলাই/২০১৮-জুন/২০২১	বৃদ্ধিকরন					
২৮)	রাজশাহী,নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্প ৩২১৯.১৪ লক্ষ জুলাই/২০১৮-জুন/২০২১	১. কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। ২.প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্যপান ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।	বিভিন্ন গভীরতার বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন	৪৬০ টি	২২১৯.০০	৪৬০ টি	১৯৩৪.১৬
২৯)	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ৪০৯০.২১ লক্ষ অক্টোবর/২০১৮-ডিসেম্বর/২০২০	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	১.কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন- ২.কমিউনিটি টয়লেট-	৫টি ২ টি	১৬০০.০০	৫টি ২ টি	৮৭৮.৪৩
৩০)	চা বাগানের কর্মীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ৬২১৪.৪৭ লক্ষ জুলাই/২০১৮-জুন/২০২০	ক) চা বাগানের কর্মীদের জন্য রান্নাবান্না ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করন, খ) চা বাগানের কর্মীদের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা গ) চা বাগানের কর্মীদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও হাইজিন প্রমোশনের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি।	১. পানির উৎস নির্মাণ- ২. বায়োফিল টয়লেট- ২. কমিউনিটি টয়লেট- ২. স্যানিটারি টয়লেট-	২৮৪০ টি ১০০ টি ১০৭ টি ৪৩৯৮ টি	২০০০.০০	৪৬৪০ টি ৩০ টি ৮৮ টি ১৮৭৩ টি	১৯৩৫.৭৬
৩১)	ভূ-উপরিস্থিত পানি পরিশোধনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৪৮০৭.৬৩ লক্ষ অক্টোবর/২০১৮-জুন/২০২০	গ্রামীণ এলাকা (রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলা) জনগণের নিরাপদ সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের পানি বাহিত বিভিন্ন প্রকার রোগ বালাই হতে দূর রাখা এবং সেই সাথে তাদের স্বাস্থ্যওজীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন।	১.ভূ-উপরিস্থিত পানি শোধনাগার	২০০ টি	৪১৮৫.০০	১৯০ টি	৩৮৯৬.৩৮
৩২)	জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প ২৬৪৭৩.০০লক্ষ ডিসেম্বর/২০১৮-নভেম্বর/২০২১	ক) ক্যাম্পে বসবাস কারী জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা খ)ক্যাম্প সমূহে ফিক্যাল স্লাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন গ) নারী পুরুষের সমতায়নের ভিত্তিতে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	১.পানির উৎস নির্মাণ-	২০০ টি	৫৬০০.০০	২০০ টি	৩৯২৪.৮৩
৩৩)	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প ৩৯২৮.৮২ লক্ষ নভেম্বর/২০১৪-জুন/২০২০	১) বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহের জন্য কম্প্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল পাইপলাইন প্রণয়ন। ২) পৌর গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহ ব্যবস্থার ডাটাবেইস শক্তিশালীকরণ এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা কাজে লাগানো।	-	-	৭৫৩.০০	-	৭১১.৭৬
৩৪)	জেলা পর্যায়ে ৫৩ টি পৌরসভা এবং ৮ টি সিটি কর্পোরেশন	১) কঠিন ও পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এলাকা ভিত্তিক সম্পদ	-	-	১৫৭৬.০০	-	৫৬৩.৬৮৮

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থায়নের উৎস / আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	এলাকায় কঠিন ও পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প ১৫৮৩.১৬লক্ষ মার্চ/২০১৯-ডিসেম্বর/২০২০	প্রাপ্যতা,সামাজিক,আর্থিক,এবং পরিবেশগত অবস্থা, জনসাধারণের সদিচ্ছা ইত্যাদি) প্রবর্তনের জন্য ৫৩ টি পৌরসভা এবং৮ টি সিটি কর্পোরেশনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ কযক্রম পরিচালনা করা।					
৩৫)	বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প উৎস-জিওবি-আইডিএ (বিশ্বব্যাংক) ও আইআইবি প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৭৫১৫০.০০ লক্ষ জুলাই'২০১৯-ডিসেম্বর'২০২৩	১. নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন করা; ২. পৌরসভাসমূহের ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন; ৩. দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সংগঠিত ক্ষতি মোকাবেলায় ওয়াটার ও স্যানিটেশন কাযক্রমে পৌরসভাসমূহকে জরুরী সহায়তা প্রদান; ৪. পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন স্বক্ষমতা অব্যহত রাখার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদান; ৫. পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইউনিট পরিচালনার জন্য পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং ৬. পৌরসভার ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উপর ভূমিকা রাখার সুবিধার্থে অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	-	-	৩০০০.০০	-	৮৯৬.৭১
৩৬)	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প উৎস-জিওবি প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৮৮৫০৭৩.৮৭ লক্ষ জানুয়ারি'২০২০-জুন'২০২৫	১. সমগ্রদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়ন; ২. জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা ১৯৯৮ অনুযায়ী সমগ্রদেশের পল্লী এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন।					
৩৭)	পানির গুনগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প উৎস-জিওবি প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৭৮৫৬.১৪ লক্ষ জুলাই'২০১৯- জুন'২০২২	১. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষে, নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন পানি পরীক্ষাগারের সামগ্রিক লক্ষমাত্রা বৃদ্ধিকরণ।	-	-	৩৬৫.০০	-	৩২০.০৯০
৩৮)	শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন (ডিপিএইচই অংশ) প্রকল্প উৎস-জিওবি-এডিবি প্রাক্কলিতব্যয়ঃ ৬৫৮৬.৫৮ লক্ষ জুলাই'২০১৯-জুন'২০২২	১. ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার করে ২ টি গুচ্ছ শহরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কারিগরী ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এবং বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন; ২. তিনটি পার্বত্য শহর এর জন্য পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা যাচাই, কারিগরী ডিজাইন প্রণয়ন, প্রাক্কলন প্রস্তুত, দরপত্র দলিল প্রস্তুত করণ এবং বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন এবং ৩. সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।					

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থায়নের উৎস / আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
৩৯)	পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করন ৪৪৯৭.১৬ লক্ষ এপ্রিল ১৯-ডিসেম্বর২০	১)বাংলাদেশের উপকূলবর্তী ও দ্বীপ এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। ২)সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলবর্তী ও দ্বীপ এলাকাসমূহের বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ পানিসরবরাহ করণ। ৩.নিরাপদ পানিসরবরাহের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ণ।			৭৪৫.০০		৪৮৮.৭৫
৪০)	নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	১. পৌরসভার মূল এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানিসরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ। ২. পৌরসভার পানিসরবরাহ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। ৩. পৌরসভায় কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।					
৪১)	সুনামগঞ্জ দেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পনি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	১. পানিসরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ।					
৪২)	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রাম সমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যাবস্থাপনা প্রকল্প।	১. প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রাম সমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ওস্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।					
৪৩)	পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় নিরাপদ পনি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	১. প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানিসরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।					

১২. ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

বর্তমান সরকারের সময় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিশাল অর্জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তথ্য নিম্নে দেওয়া হলঃ

১. পল্লী এলাকায় ২০১১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রায় ১২২৫৫৭ টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে।

২. স্বল্পমূল্যের ৭৮৩৩ টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে।

৩. শহর এলাকায় প্রায় ৭৮৯ টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে, ৮৩৩.৪৯ কি.মি. সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন / সংস্কার করা হয়েছে।

৪. ৪২৪৫ হাউজ কানেকশন প্রদান করা হয়েছে।

৪. ১২০০ টি পাবলিক টয়লেট / কমিউটি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।

৫. কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় ৩২ টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

Mahmud

খন্দকার এ এইচ মাহমুদ
প্রোগ্রামার (চলতি.দা.)
জি.আই.এস ইউনিট, পরিকল্পনা সার্কেল
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

Hossain

ফারহানা হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
[illegible], ঢাকা